**প্রেস রিলিজ**

**জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৮-১৯ প্রদান অনুষ্ঠান**

 জাতীয় পর্যায়ে রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত কৃতি রপ্তানিকারকবৃন্দের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান এবং রপ্তানিতে উৎসাহিত এবং বহিঃবাণিজ্যকে সুসংহতকরণ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২২ নভেম্বর, ২০২২ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৮-২০১৯ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এম.পি, জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব এ.এইচ.এম. আহসান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। প্রথমবারের মত অনুষ্ঠানটি পূর্বাচলে অবস্থিত **বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার** এ অনুষ্ঠিত হয়।

 জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী ট্রফি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মোট খাতের সংখ্যা ৩২ টি। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৮-২০১৯ এর জন্য প্রাপ্ত ৩০৬টি আবেদন বাছাইয়ের পর সর্বমোট যোগ্য খাতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০টি। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য জাহাজ ও মেলামাইন খাতে কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। চূড়ান্ত যাচাইয়ের পর আরও ১টি খাত হতে প্রাপ্ত ১টি আবেদন বাদ পড়ে। সে মোতাবেক ২৯টি খাত হতে সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত ৭১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৯টি স্বর্ণ, ২৪টি রৌপ্য এবং ১৮টি ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদান করা হয়। এছাড়াও সকল খাতের মধ্য হতে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) (১টি) প্রদান করা হয়। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক নির্ধারণের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসারে রপ্তানি আয়, আয়গত প্রবৃদ্ধি, নতুন পণ্যের সংযোজন, নতুন বাজারে প্রবেশ, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন অবস্থা ইত্যাদি মূল্যায়নপূর্বক রপ্তানি বাণিজ্যে অবদান নিরূপণ করা হয়। এসব কার্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে দু’টো কমিটির মাধ্যমে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি এবং অন্যান্য সূচকে সক্ষমতা অর্জিত হওয়ায় পণ্য খাত নির্বিশেষে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রিফাত গার্মেন্টস লিমিটেড, ঢাকা “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ)” লাভ করে। উল্লেখ্য, প্রতিটি খাত হতে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে যথাক্রমে ১টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদান করা হয়। তবে সকল খাতে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের আবেদন না থাকায় রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ক্যাটেগরিতে ট্রফি প্রাপকের সংখ্যা কিছুটা কম হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফিতে ব্যবহৃত স্বর্ণের পরিমাণ ২ ভরি (২২ ক্যারেট)। এছাড়া অন্যান্য ট্রফির প্রতিটিতে ১ ভরি করে যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে। ট্রফিসমূহের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য ট্রফিতে ব্যবহৃত ধাতুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হয় পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা এর মাধ্যমে।

 প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল বিশ্ব বাজারে দেশের পণ্য-সামগ্রী বাজারজাতকরণ, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, টেকসই উন্নয়নের উপায় অন্বেষণ, নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন, পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ, আমদানিকারকদের নিকট সময়মত পণ্য উপস্থাপন, বাজারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ়করণ এবং সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানিকারকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও তাদের পারফর্মেন্স এর স্বীকৃতি হচ্ছে এই জাতীয় রপ্তানি ট্রফি। আশা করা যায়, দেশের কৃতি ব্যবসায়ীগণ সরকারি পর্যায়ের এ স্বীকৃতির মাধ্যমে আরও উজ্জীবিত হবেন এবং অধিক পণ্য ও সেবা রপ্তানিতে নিজেদেরেকে নিয়োজিত করবেন। রপ্তানি বহুমুখিকরণের জন্য ‍উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও নতুন মান, ধরণ ও ডিজাইনের পণ্য উদ্ভাবন ও বিদেশী গন্তব্যে বাজারজাতকরণ এখন সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও বাজার গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

\*\*\*\*\*\*

*২২ নভেম্বর, ২০২২খ্রি।*